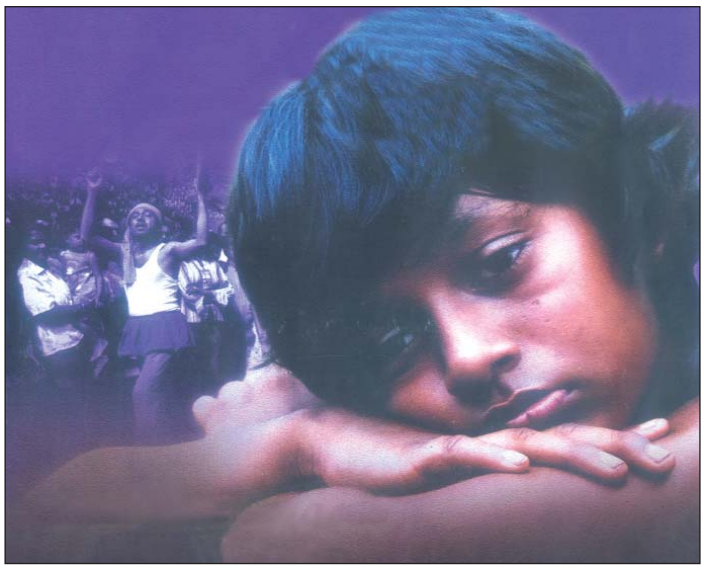

নানা অভিযোগের মধ্যে শেষ হচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২৫ জানুয়ারি শেষ হচ্ছে নবম 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। ১৭ জানুয়ারি এ উৎসব যাত্রা শুরু করে ৩০টি দেশের দেড় শতাধিক চলচ্চিত্র নিয়ে। এবারের উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিলা, কানাডা, ভারত, ইরান, জার্মানি, কানাডা, কঙ্গো, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, কোরিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশ। প্রতিদিনই প্রদর্শিত হচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘর, জার্মান কালচারাল সেন্টার এবং রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার এবং স্টার সিনেপ্লেক্সে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত নবম আসরে কম্পিটিশন (অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া), রেট্রোস্পেকটিভ, ট্রিবিউট, ফ্রেঞ্চ ক্লাসিক, ফোকাস অন অস্ট্রেলিয়া, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, উইমেন'স ফিল্ম, চিল্ড্রেনস ফিল্ম, বাংলাদেশ প্যানোরামা এবং ইন্ডিপেন্ডডেন্ট ফিল্ম বিভাগে প্রদর্শিত হচ্ছে চলচ্চিত্রগুলো। এবারের উৎসবের নতুন দিক হলো মূল ভেন্যু পাবলিক লাইব্রেরিতে বসেছে ইমপ্রেস টেলিফিল্মস লিমিটেড, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, আর্য চলচ্চিত্রসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্টল। দর্শকরা যে আশা নিয়ে এসেছিলেন তার চেয়ে বেশি দেখিয়েছেন হতাশা। যাত্রাবাড়ি থেকে ছবি দেখতে আসা একটি পরিবারের সদস্য মিতা, মুমু, নিসাসহ কয়েক জনের সঙ্গে কথা হলে তারা বলেন, 'এ আয়োজনটা আরো গোছালো হলে ভালো হতো। তবে হতাশ হয়েছি চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে কেন ডিভিডির ছবিই দেখানো হচ্ছে। আমরা যদি ডিভিডি ছবি দেখব তাহলে ঘরে বসেই দেখতে পারি। আয়োজকদের উচিত ছিল প্রতিটি ছবির প্রিন্ট দেখানো। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের বিনোদনের জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এখন ভালো পরিবেশ না থাকায় হলে গিয়ে ছবি দেখতে পারি না। সিনেমার মজাটা উপভোগ করতে চলচ্চিত্র উৎসবে আসা। এখানে যদি ডিভিডি চালানো হয়ে তাহলে বিষয়টি হতাশার কথাই।' চলচ্চিত্র উৎসবে ডিভিডি ফরমেটে ছবি প্রদর্শন করা হয় এমন অভিযোগ পাওয়া যায় প্রতিটি উৎসবেই। এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবি পাঠানোর জন্য যে খরচ তা বহন করতে হয় চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজকদের। এখন প্রযুক্তির উন্নয়নে যেকোনো ছবির সিডি বা ডিভিডি সহজলভ্য। যার জন্য আয়োজকরা টাকা বাঁচাতে বেছে নেন অনেক ক্ষেত্রে ডিভিডি বা সিডি প্রদর্শনীর পথ। ছবির প্রজেকশনের জন্য আবার অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি অদক্ষ লোক দিয়ে সিনেমা প্রদর্শনীর কাজটি করা হয়। যার জন্য অনেক সময় ঘটে দুর্ঘটনা। এমন দুর্ঘটনায় ছবির রিল পুড়ে বা ছিড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে এ দেশে অনেক। যার জন্য জন্য নির্মাতারাও অনেক ক্ষেত্রে ছবির রিল দিতে চান না। ডিভিডি বা সিডির ছবি প্রদর্শনী নিয়ে উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামালের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমরা এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে ব্যাপক দর্শকের সাড়া পেয়েছি। দর্শকরা যে অভিযোগ এনেছেন এ ব্যাপারে আমাদেরও হতাশা রয়েছে। বাইরে থেকে ৩৫ মি.মি-এর প্রিন্ট ছবি আনা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল অন্যদিকে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যার জন্য আমরা বাধ্য হয়ে ছবির ডিভিডি চলাচ্ছি।' এবারের উৎসবের প্রদর্শিত ছবির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের নির্মাতা তৌকীর আহমেদের 'জয়যাত্রা', আবু সাইয়ীদের 'শঙ্খনদ' প্রভৃতি। ইরানি ছবির মধ্যে রয়েছে, 'পয়েন্ট অফ দ্যা ওয়েস্টটেজ, 'জার্নি অব দ্য গ্রে মেন'সহ বেশ কয়েকটি ছবি। এছাড়াও রয়েছে ভারতের সাথিয়া, উত্তরা প্রভৃতি। শ্রীলঙ্কার ছবির মধ্যে রয়েছে 'বাটার ফ্লাইং উইংস'। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য দেশের ছবি।

সৃজনশীল পরিশ্রমী অনুষ্ঠান
আমার ছবি

শামীম আলম দীপেন, ফরিদুর রেজা সাগর, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ও শফিউজ্জামান খান লোদী

'আমার ছবি' আমাদের চলচ্চিত্র- সংস্কৃতির ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে অনুসন্ধিৎসু একটি প্রামাণ্য বিনোদনের অনুষ্ঠান হিসেবে ইতিমধ্যে সকল মহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। হ্যাঁ, চ্যানেল আই'য়ে প্রচারিত চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'আমার ছবি'র কথাই বলছি। ২০০০ সালের ২ জানুয়ারি এই 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু। '০৬ সালে 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি ৬ বছর পেরিয়ে সপ্তম বছরে পদার্পণ করেছে।

'আমার ছবি' অনুষ্ঠানে প্রথম সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বাণিজ্যসফল চলচ্চিত্র নির্মাতা এ.জে মিন্টু। '০৬ সালের জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে মোট ২৮০ পর্ব। সর্বশেষ ২৭৮, ২৭৯ ও ২৮০-এই তিন পর্ব প্রচারিত হয়েছে এ

শামীম আলম দীপেন, সুমিতাদেবী ও শফিউজ্জামান খান লোদী

দেশের চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের সফল তারকা, নায়ক রহমানকে নিয়ে। প্রয়াত রহমানকে নিয়ে আবর্তিত এই তিনপর্বে তার অভিনীত বিভিন্ন চলচ্চিত্রের ফুটেজ ছাড়াও তার সম্পর্কে চলচ্চিত্রকর্মীদের মূল্যায়ন এবং তার নিজের জবানিতে চলচ্চিত্রে আসা, সেই এবং এই সময়ের চলচ্চিত্রের অবস্থা, তার দুর্ঘটনা, তার চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়া ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও 'আমার ছবি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৫৯ জন পরিচালককে নিয়ে ৬০ পর্ব, ৪ জন চিত্রগ্রাহক- পরিচালককে নিয়ে ৪ পর্ব, ১০ জন অভিনেতা- পরিচালককে নিয়ে ২০ পর্ব, ৫ জন প্রযাজক-পরিচালককে নিয়ে ৫ পর্ব, ২ জন কলাকুশলী-পরিচালককে নিয়ে ৩ পর্ব, ১১ জন প্রযোজককে নিয়ে ১৩ পর্ব, ৩ জন কলাকুশলী-প্রযোজককে নিয়ে ৬ পর্ব, ২ জন অভিনেতা-পরিচালককে নিয়ে ২ পর্ব, ২ জন প্রদর্শক-প্রযোজককে নিয়ে ৩ পর্ব, ৭ জন কলাকুশলীকে নিয়ে ১৪ পর্ব, ৪ জন চলচ্চিত্র সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সংসদকর্মী ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ৪ পর্বসহ বিভিন্ন আয়োজন।

২৮০ পর্ব পেরিয়ে আসতে গিয়ে একদিকে যেমন ঘটেছে প্রবীণদের উপস্থিতি, তেমনি আবার উপস্থিতি ঘটেছে নবীনদেরও। মূলধারা অর্থাৎ বাণিজ্যিক নির্মাতা-কলাকুশলীদের উপস্থিতি ঘটেছে। তেমনি আবার উপস্থিতি ঘটেছে বিকল্পধারার, সুস্থ-সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা-কলাকুশীদেরও। প্রয়াতদের স্মরণের মাধ্যমে সম্মানীত করা হয়েছে। তেমনি আবার 'আমার ছবি'তে উপস্থিত হবার পরে প্রয়াত হয়েছেন এমন সংখ্যাও কম নয়। 'বিষয়বস্তু'কেন্দ্রিক 'আমার ছবি'র মাধ্যমে আমাদের চলচ্চিত্রের নানা বিবর্তন, ধারা, সংকট এবং সাফল্যের বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে।

চলচ্চিত্রকে কেবল বিনোদন কিংবা গানের মাধ্যম অথবা চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের কেবল প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে 'আমার ছবি'তে। এমনকি সমাজ বিবর্তনে আমাদের চলচ্চিত্রের ভূমিকা, আমাদের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের কর্ম ও জীবনের মূল্যায়নের প্রামাণ্য প্রচেষ্টা হিসেবে 'আমার ছবি' শুরু থেকেই যে প্রয়াস চালিয়ে আসছে, প্রায় ৩০০ পর্বের সঙ্গে এগিয়ে চলা এই অনুষ্ঠানটি সেদিক থেকে ক্রমাগত সাফল্যের শীর্ষে উপনীত হয়ে চলেছে।

'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) বিচেনায় '০২ সালে টেলিভিশনের তথ্য ও গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠান বিভাগে জুরিমন্ডলীর বিশেষ পুরস্কার এবং '০৪ সালে শ্রেষ্ঠ তথ্যমূলক ও গবেষণাধর্মী অনুষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়াও '০৫ সালে নাট্যসভা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত হয়েছে 'আমার ছবি'র নির্মাতাদ্বয় শামীম আলম দীপেন ও শফিউজ্জামান খান লোদী।

আমাদের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট কেউ প্রয়াত হলে তাকে যথাযথভাবে চিত্রায়নের জন্য 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই- এটা নির্মম সত্য; তেমনি আমাদের চলচ্চিত্র নিয়ে যে কোনো ধরনের তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণাধর্মী কাজের জন্য যেমন অনুপম হায়াৎ ও মির্জা তরিকুল কাদেরের বইয়ের স্মরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি এখন আরো অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হবে এই 'আমার ছবি'র ওপরে। আমাদের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় এই সৃজনশীল পরিশ্রমী অনুষ্ঠানটিতে আমাদের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের যারা এখনো অনুপস্থিত রয়েছেন বিশেষত তারকাদের কথা বলছি, তারা এই অনুষ্ঠানে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহী হলে অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের কর্ম ও জীবনের একটি অমূল্য সংগ্রহ থেকে যাবে।

'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আই'য়ে প্রচার হয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট। 'আমার ছবি' অনুষ্ঠানটি সম্পাদনায় ফারুক হোসেন ও ইফতেখার আলী ডন। পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় শামীম আলম দীপেন ও শফিউজ্জামান খাল লোদী। উপস্থাপনায় শফিউজ্জামান খান লোদী। প্রযোজনা ওয়ান স্টেপ এহেড। পরিবেশনা ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।

ভি সি ডি ও অ ডি ও

ওরা ১১ জন : '৭১-র মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'ওরা ১১ জন' ছবিটি বাজারে এনেছে লেজার ভিশন। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত এ ছবিতে অভিনয় করেছেন- রাজ্জাক, শাবানা, খসরু, হাসান ইমাম, নান্টু, বেবী, আতা, ওলীন, হেলাল, মঞ্জু প্রমুখ।

স্থিরচিত্র : গিয়াস উদ্দিন সেলিমের রচনা এবং মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত স্থিরচিত্র নাটকটি পারিবেশনা করেছে লেজার ভিশন। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন- আজাদ আবুল কালাম, আফসানা মিমি, সালাউদ্দিন লাভলু, কবরী সরোয়ার, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

চেরী : শ্রোতা নন্দিত শিল্পী সুমনের ১০টি বিবর্তনের গানের অ্যালবাম 'চেরী'। এটিএন মিউজিকের প্রযোজনায় মিলন খানের কথায় গানের কথা হলো- মাঝরাতে যদি, অচেনা পৃথিবী, চেরী, এই দুনিয়া, সোনার মেয়ে, অভিনয়, বন্ধু প্রমুখ।

মন উদাসী : আরশীর প্রযোজনায় রিমিক্স অডিও অ্যালবাম 'মন উদাসী'। শিল্পীরা হলেন- টিপু, পান্থ কানাই, মেহেদি। গানের কথা হলো- হলুদিয়া পাখি, বহুদিনের, মন উদাসী, আমারে ছাড়িয়া, কই পাইবে, মুমাইও না, বন্ধু ছাড়া, শুনো মমিন প্রভৃতি।

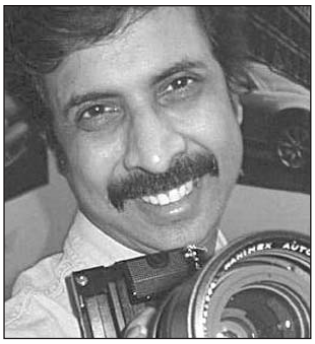

‘বাংলা কমিউনিটি নিয়ে প্রামাণ্য কাজ করছি’

নিহার সিদ্দিকী

প্রবাসী ফটোসাংবাদিক

নিউইয়র্কের বাঙালিদের কাছে এক পরিচিত নাম নিহার সিদ্দিকী। তার এই পরিচিতি এনে দিয়েছে ফটোগ্রাফির কাজ। সেই ১৯৯৮ সাল থেকে নিউইয়র্কে ফটোগ্রাফির কাজ করছেন। তিনিই একমাত্র বাঙালি ফটোসাংবাদিক, পেশা যিনি হিসেবে বেছে নিতে পেরেছেন এই মাধ্যমকে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ‘এখন সময়’ বাংলা পত্রিকার ফটোসাংবাদিক তিনি। প্রবাসে এই পেশায় আসা হঠাৎ করে নয়। দেশেও তার এই মাধ্যমেই ছিল বিচরণ। নিহার সিদ্দিকীর ছবি তোলার প্রাতিষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে খুলনার ‘অনির্বাণ’ পত্রিকার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ঢাকার বেশ কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে বিদেশ যাবার আগ পর্যন্ত তিনি সাপ্তাহিক রোববারে কাজ করেছেন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে যান লন্ডনে একটি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে। সেখান থেকে ফটোসাংবাদিক শামসুল হক আলমাজির আমন্ত্রণে নিউইয়র্কে চলে যান। সেখানে বাংলা পত্রিকা এখন সময়-এ কাজ শুরু করেন। নিজ কর্মগুণে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক সৃষ্টিশীল কাজ উপস্থাপনের জায়গা খুঁজে পেয়েছেন। নিহার সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘আমার ইচ্ছে আছে নূর হোসেনের ছবি তুলে যিনি আলোচিত হয়েছিলেন, সেই মিজান ভাইয়ের ওপর প্রমাণ্য ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী করার।’

প্রবাসে ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘সেখানে ছবি তুলতে গিয়ে প্রথম দিকের একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। আর তা হলো পরিচয়পত্রের কদরের কথা। আমি ফটোগ্রাফির পোশাক পরেই একদিন ছবি তুলছিলাম। এমন সময় পুলিশ এসে আমার আইডি কার্ড দেখতে চাইলো। আমার তখন কার্ড ছিল না, যার জন্য ছবিও তুলতে দিল না। আমাদের এখানে একটা ক্যামেরা থাকলেই ছবি তোলা যায়। আর সেখানে ছবি তোলার জন্য পরিচয়পত্র অবশ্যই জরুরি। নিউইয়র্কে কাজ করতে খারাপ লাগে না। দিন দিন বাঙালি কমিউনিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় এখানে আমি দেশেই আছি। ফটোগ্রাফি প্রচন্ড ভালোবাসী। আমাদের পরিবারের সবাই সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। আমার ভালোলাগার কারণেই এই পেশা বেছে নেয়া।’ বাংলাদেশে কাজ করার স্মৃতি সম্পর্কে তিনি জানান, ‘১৯৯৬ সালে মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামের কনসার্টে পুলিশ সাংবাদিক পেটাচ্ছিল। আমি সেই ছবি তুলেছিলাম। জনকণ্ঠ ছবিটি ছয় কলামে ছেপেছিল। আমার তোলা সেই ছবি একটি পত্রিকায় এতো গুরুত্বসহকারে ছেঁপেছিল, যা ভাবলে আজও আমি পুলকিত হই।’ নিহার সিদ্দিকীর বর্তমান কাজ নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, ‘আমি নিউইয়র্কে গিয়ে সে সময় থেকেই বাংলা কমিউনিটি নিয়ে প্রমাণ্য কাজ করছি। বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে, সেই বিষয়টিও ক্যামেরায় বন্দি করছি। এসব ছবি নিয়ে আমি একটি প্রদর্শনী করব।’

রুহুল তাপস

এ সপ্তাহের ঢাকা

দৃক গ্যালারি : ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে শুরু হয়েছে ক্যামেরার কবি নাসির আলী মামুনের ৫০তম একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। শিল্পী এসএম সুলতানের দুর্লভ সব অনুভূতির চিত্র ক্যামেরা বন্দী করেন নাসির আলী মামুন। এসব চিত্র নিয়েই আয়োজন করা হয়েছে প্রদর্শনীর। এমন কি তার এসব শিল্পকর্ম নিয়ে ছবির বই ‘গুরু’র প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০ জানুয়ারি বিকালে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ছবির বইটিতে প্রকাশিত হওয়া ছবিগুলো নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে প্রদর্শনীর। সাদাকালো বইয়ের সব ছবি সাদাকালো হলেও প্রদর্শনীর অর্ধশত ছবি রঙিন। প্রদর্শনী চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

নাসির আলী মামুনের ‘ i"’ ছবির বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

গ্যালারি অব ওয়ার্ল্ড ইন পেজ : গুলশানের ওয়ার্ল্ড ইন পেজ-এ শুরু হয়েছে আলোকচিত্রী শিল্পী ইফতেখার ওয়াহিদ ইফতির একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ইফতির তৃতীয় একক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ১৫টি শিল্পকর্ম। বিগত ৬ বছরে বিভিন্ন সময়ের কাজ থেকে বাছাইকৃত ছবির মধ্যে রয়েছে সাধু, চাকা, পদচিহ্ন প্রভৃতি। ইফতির সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘আমি আমার এই প্রদর্শনীর ছবির বিক্রির অর্ধেক টাকা নির্মাতা পারভেজ চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য জমা দেব।’

পরবর্তী কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমি ভাষা সৈনিক ও কবি মাহবুবুল আলম এবং কবি আল মাহমুদের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করছি। এ বছরের শেষের দিকে প্রদর্শন করতে পারবো বলে আশা করি।’ প্রদর্শনী চলবে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। শিল্পমনা আগ্রহী ক্রেতা একটি ছবি সংগ্রহ করে একজন মেধাবীকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতে পারেন এই ঠিকানায়- গ্যালারি অব ওয়ার্ল্ড ‘ইন পেজ, ১২৫ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ২, ঢাকা। ফোন : ৯৮৯০৮৩২, মোবাইল : ০১৭৭৮৮০৭৭৪

শিল্পকলা একাডেমী : শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন হবে কণ্ঠশীলনের ‘রাজা রানী’।

এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা : যেকোনো দেশের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে অনুবাদ বড় ভূমিকা রাখে। অনুবাদ হচ্ছে এমন এক মাধ্যম যার হাত ধরে নানা ভাষার সংস্কৃতি-শিল্প-বিজ্ঞান নিজ ভাষায় চর্চা এবং নিজেদেরকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষীর কাছে উন্মোচনের সুযোগ করে দেয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাগদাদের এক খলিফা তার ছেলেকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বায়তুল হিকমা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন গ্রিক-রোমান বিদ্যা নিজ ভাষায় অনুবাদ করা। যার ফলে সে সময়ে এক ঝাঁক জ্ঞানী পণ্ডিত শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা বাংলা-ইংরেজি-বাংলা অনুবাদ করার একদল দক্ষ অনুবাদক তৈরির লক্ষ্যে অনুবাদকলা কর্মশালার আয়োজন করছে। এর প্রথম পর্ব শুরু হবে ২৬ জানুয়ারি। প্রথম পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়ে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব। কর্মশালা করবেন সলিমুল্লাহ খান। ক্লাস হবে সপ্তাহে দু’দিন। প্রথম পর্বের কোর্স ফি ১০০০ টাকা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০০ টাকা। ফরম নেয়া ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি ২০০৬, মৌখিক পরীক্ষা ২৫ জানুয়ারি।

যোগাযোগ : এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ৬২ সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন : ৯৬৬৮৩৭৭, ০১৮৯২৯৬৭৮৭।

বিতর্কিত গোল্ডেন গ্লোব

আসিফ আমিন

গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান শেষ হলো। প্রতি বছর গোল্ডেন গ্লোবের পুরস্কার প্রাপ্তরা অস্কারের ফেভারিট হিসেবে বিবেচিত হন। সব সময় এই হিসেব মেলে না। তবে অধিকাংশ সময় গোল্ডেন গ্লোব ও অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীরা হন একই। এ বছর গোল্ডেন গ্লোবের সেরা ছবি বিবেচিত হয়েছে 'ব্রোক ব্যাক মাউন্টেন'। ছবির পরিচালক অ্যাং লী পেয়েছেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার। অন্যদিকে বিখ্যাত গায়ক জনি ক্যাশের জীবনী নিয়ে নির্মিত 'ওয়াক দ্য লাইন' পেয়েছে সেরা মিউজিক্যালের পুরস্কার।

'ব্রোক ব্যাক মাউন্টেন' ছবিটি রিলিজ হবার পর থেকেই আলোচনায় ছিল। ছবিতে দুই কাউবয়- হিথ লিজার ও জেক গাইলেন হালের সমকামী সম্পর্ক তুলে ধরা হয়। এ পর্যন্ত অস্কারে সমকামীতা নিয়ে কোনো ছবি সেরা পুরস্কার পায়নি। তবে 'ব্রোক ব্যাক মাউন্টেন' ছবিটি ব্যতিক্রম হতে পারে। দুই অভিনেতার ভালো অভিনয় এবং লী-এর পরিচালনায় মুন্সিয়ানা অস্কারের ইতিহাসে পরিবর্তন আনতে পারে। এ ছবিটি সেরা চিত্রনাট্য ও আবহ সঙ্গীতের শ্রেণীতেও গোল্ডেন গ্লোব জিতেছে।

ক্যাশের জীবনী ভিত্তিক ছবিতে জ্যাকুয়েস ফিনিক্স ক্যাশ হিসেবে অভিনয় করেন। তার প্রেমিকা কার্টারের ভূমিকায় ছিলেন রিস্ উইদারস্পুন। দুজনেই সেরা মিউজিক্যালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন। ফিনিক্স এই ছবিতে নিজেই গান গেয়েছেন। সব সময় ভিলেনের মতো সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেন ফিনিক্স। তবে এবারে ক্যাশের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি তার জাত চেনালেন।

জর্জ ক্লুনি সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন তেলের রাজনীতির ওপর নির্মিত 'সিরিয়ানা'র জন্য। রেইচেল ওয়াইজ 'দ্য কন্সট্যান্ট গার্ডনার' ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করে কব্জা করেছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রীর পুরস্কার।

অদ্ভুত ছিল সেরা পরিচালনার শ্রেণীতে লী জিতলেও এই শ্রেণীতে মনোনয়ন পেয়েছিলেন পিটার জ্যাকসন ও স্টিভেন স্পিলবার্গ। অথচ জ্যাকসনের ব্যবসা সফল 'কিংকং' ও স্পিলবার্গের 'মিউনিখ' অন্য কোনো কিছুতেই মনোনয়ন পায়নি। এ দু'জন কেন মনোনয়ন পেয়েছিলেন তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। যদি এদের কেউ বিজয়ী হতেন তাহলে সমালোচনা হতো আরো তীব্র।

সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন ফিলিপ হফম্যান 'কাপোতে' ছবির জন্য। হিথ লেজার (ব্র্যাক ব্যাক মাউন্টেন) ও রাসেল ক্রো (সিনডারেলা ম্যান) কে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হয়েছিল। যদিও ফিলিপ শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছেন তার লেখক চরিত্র দিয়েই। পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন 'ফেলিগিটি হাফম্যান, ট্র্যান্স আমেরিকা ছবিতে। ছবিটিতে তিনি অভিনয় করেন একজন অপারেশনের রোগী হিসেবে। তার হৃদয়স্পর্শী অভিনয় চার্লিজ থেরন (নর্থ কাউন্টি) ও গুইনেথ প্যালট্রো (প্রুফ) কে হারিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

সেরা বিদেশী হিসেবে ফ্রান্সের 'জোয়েক্স নোয়েল' বা হংকং-এর 'কুংফু' এগিয়ে ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছে প্যালেস্টাইনের ছবি 'প্যারাডাইস নাও'। ছবিতে দুই আরব বন্ধুর আত্মঘাতী বোমা হামলার মিশন দেখানো হয়। দুজনের দায়িত্ব থাকে ইসরায়েলে বোমা হামলা ঘটানো। মিশনের ভয়াবহতার সঙ্গে দুই বোমারুর জীবন দর্শক ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। এ বছর চলচ্চিত্রে অতুলনীয় অবদান রাখার জন্য স্যার অ্যান্থনি হপকিন্স পেয়েছেন সিসিল বি কেমিল পুরস্কার। এর আগে সিডনি পোটিয়ার, সোফিয়া লরেন, শন কনারি পেয়েছেন। গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার হলিউড ফরেন প্রেস অ্যাসেসিয়েশন দিয়ে থাকে। এই সংগঠনে মাত্র ৮০ জন সদস্য। তবে এ পর্যন্ত ৮০ জন সদস্য প্রায় অধিকাংশ সময়ে অস্কারের ফলাফলের কাছাকাছি পুরস্কার দেন। যদিও অস্কারে ভোট দেন প্রায় ৫ হাজার বোদ্ধা।

আসছে 'অর্ডার অব ফিনিক্স'

আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হচ্ছে বিখ্যাত 'হ্যারি পটার' সিরিজের পঞ্চম ছবি হ্যারি পটার এন্ড অর্ডার অব ফিনিক্সের শুটিং। এই ছবিতে আমরা কিছু নতুন চরিত্রের সঙ্গে আবির্ভাব হবে। যেমন লুনা লাভগুড। লেখিকা জেকে রাউলিং-এর বিবরণ অনুযায়ী, লুনার বয়স ১৩ বছর। যেকোনো বিষয়ের খারাপ দিকটা দেখাই তার স্বভাব। লুনা ঈষৎ স্বর্ণাভ রঙের কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী। মানসিকতার দিক থেকে সে হ্যারির বন্ধু হারমায়োনির সম্পূর্ণ বিপরীত। তার চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি এবং অন্যান্য মেয়েদের মতো সে প্রসাধন ব্যবহার করে না।

এ ছবিতে আমরা আরো জানবো অর্ডার অব ফিনিক্স সম্বন্ধে। এরা একটি জাদুকরের বাহিনী যা আগোচরে লর্ড ভল্ডেমোর্ট ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। লর্ড ভল্ডেমর্টের পুনরুত্থানের পর এ বাহিনী আবারো একত্রিত হয়েছে তাদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জাদু মন্ত্রণালয় অথবা বলা উচিত মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক এখনো বিশ্বাস করতে নারাজ যে ভল্টেমোর্ট ফিরে এসেছে। যা আমরা গবলেট অব ফায়ারে দেখেছি। তাদের এ অবিশ্বাসের কারণ যে হ্যারি ছাড়া এ ঘটনাটি আর কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। আর তারা মনে করে হ্যারি এমন এক ছেলে যে খ্যাতির জন্য বুভুক্ষু। এবং এজন্যই সে মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু প্রফেসর ডাম্বলডোর হ্যারিকে বিশ্বাস করেন। বইয়ের বিবরণ অনুযায়ী সিনেমায় আমরা দেখতে পারবো ভল্ডেমোর্ট ও ডাম্বলডোরের মুখোমুখি সংঘাত। আরো দেখবো হ্যারির শুভাকাঙ্ক্ষী ও পিতৃতুল্য সিরিয়াস ব্ল্যাকের মৃত্যু। কিন্তু সব ঘটনার মধ্যেই লুনা লাভগুডের চরিত্র হবে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়। লুনার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য গত ১৪ জানুয়ারি ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রোডাকশন কোম্পানি অডিশনের আয়োজন করে। যেখানে ১৩-১৬ বছর বয়সী হাজার হাজার মেয়ে অংশ নেয় হ্যারি পটার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগের আশায়।

সাইমন মোহসিন